আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন নার্সের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন সিনিয়র স্টাফ নার্সের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ডাইরিয়া রোগীকে চিকিৎসা না দিয়ে হয়রানীর অভিযোগও তুলেছে ভুক্তভোগী সামসুন নাহারের স্বামী শফিকুল ইসলাম।

অভিযুক্তরা হলেন- উপজেলা হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স নাসিমা বেগম, সেলিনা খাতুন ও শারমিন আরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা শফিকুল ইসলামের স্ত্রী সামসুন নাহার। তিনি গত ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার দুপুরে তার স্ত্রী সামসুন নাহার ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে হারদি হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই দিন জরুরী বিভাগে দায়িত্বপালন করেন চিকিৎসক ডাঃ পার্থ কুমার পাল। তিনি রোগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এবং চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য ডাইরিয়া ওয়ার্ডে পাঠান। তারা প্রথমে হাসপাতালের তৃতীয় তলায় দায়িত্বরত স্টাফ নার্সের কাউন্টারে গেলে তারা ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ডায়রিয়া ওয়ার্ডে সামসুন নাহারকে নিয়ে গেলে নার্স সেলিনা খাতুন আবারো কাউন্টারে ফেরৎ দেয়। এভাবে এ ভবন থেকে অন্য ভবনে দৌড়াদৌড়ির শিকার হয়। ততক্ষণ চিকিৎসকের চিকিৎসা পত্রের কোন চিকিৎসা দেননি। ওই রোগীর শারীর অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় চিকিৎসা না নিয়ে শফিকুল ইসলাম তার স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন এবং চিকিৎসা দেন। শফিকুল ইসলাম দাবি করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি রোগীদের নার্সের তামাশা খুবই দুঃখজনক। এমন হয়রানীর শিকার যেনো পরবর্তীতে অন্য কোন রোগী যেনো না হয় সেকারনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যবস্থা নেবার দাবি জানান।

হারদি হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স (ইনচার্জ) জানান, কাউন্টারে তিন-চার জন রোগী ভর্তির জন্য তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা

হচ্ছিল। ওই রোগীকে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। তবে কি কারণে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে তার জানা নেই।

আলমডাঙ্গায় বসতবাড়ির সামনে প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পারকুলা গ্রামে চলাচলের রাস্তায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি থেকে বের হতে না পেরে ভুক্তভোগী পরিবার হয়ে পড়েছেন দিশেহারা।

পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এ অমানবিক কাজ বন্ধের আহবান জানালেও অভিযুক্তরা তা না মেনে ভূক্তভোগীকে প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে বলে একটি লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, উপজেলা কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা গত ৯ বছর পূর্বে একই এলাকার সাহাবুদ্দিন সাবুর নিকট থেকে ৩.৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। সাহাবুদ্দিন সাবুর আর.এস খতিয়ানের ৪৬ নং দাগের ২২ শতক জমির মধ্যে ৩.৩২ শতক জমির উত্তর পার্শ্বে রাস্তা দেখিয়ে তিনি বিক্রি করেন। এনিয়ে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক আবু হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলামের সাথে রাস্তা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে, সাবু দুই পক্ষকে ডেকে ওই জমির পিছন ইসমাইলের বের হওয়া রাস্তা দিক থেকে বের হবার ব্যবস্থা বের করে দেন সোহেল রানার পরিবারকে । গত ৪ বছর যাবৎ ওই রাস্তা ব্যবহার করছে সোহেল রানা তার পরিবারের লোকজন। এর একপর্যায়ে আরেক প্রতিবেশী মৃত আরশেদ আলীর ছেলে ইসমাইল হোসেন গত তিন মাস যাবৎ রাস্তা নিয়ে ঝামেলা শুরু করে। এনিয়ে দফায় দফায় স্থানীয় ফাঁড়িপুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে বৈঠক হয়। বৈঠকে ইসমাইলের জমির মধ্যে সরকারি খাস জমিতে রাস্তা বের করার সিদ্ধান্ত দেয়। তবুও ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন তাদের যাতায়াত করতে দিবে না।

ইতোমধ্যে আজ সোমবার সকালে ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন ইটের প্রাচীল দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এহেন অমানবিক কাজের জন্য এলাকায় নিন্দার ঝড় বইছে।

আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানে ইট ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে দেড় কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণকাজে নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল রবিবার সরেজমিন ঘুরে নিম্নমানের ইট ভাঙা কাজে শ্রমিকদের ব্যস্ততার ছবি উঠেছে এসেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ থাকলেও মানহীন ইট অপসারণের ব্যবস্থা নিচ্ছে না স্থানীয় প্রকৌশলী বিভাগ এলজিইডি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের ইট ঠুনকো আঘাতেই গুরো হয়ে যাচ্ছে। দেড় কোটি টাকার সড়কে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ইট থেকে শুরু করে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে দায়সারাভাবে কাজ শুরু করলে এলাকাবাসী বাধা দেয়। তবে ঠিকাদার আপত্তি উপেক্ষা করলে এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রাস্তায় যেসব ইট ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিম্নমানের। এতে রাস্তা টেকসই নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে সরকারের কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে সোনার বাংলা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার মেসার্স মন্ডল ফিড কর্ণার মোতালেব হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেনি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি তাহিদ আহম্মেদ জানান, অভিযোগ পেয়েছি, সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেলে

ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি সত্যতা পাই তাহলে মানহীন ইট অপসারণ করে কাজ করা হবে।

আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডলের বিরুদ্ধে টিসিবি’র কার্ড দেবার নামে প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর গ্রামে (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্ড করে দেয়ার নামে প্রতারণা করে গণ হারে চাঁদা আদায়য়ের অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে।

বিকাশ মন্ডল ধানখোলা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি। গ্রামের দুস্থ ও অসহায়দের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা হাতিয়ে নেয় নিরঞ্জন মন্ডলের ছেলে বিকাশ মন্ডল। বিকাশ মন্ডলের এই চাঁদা আদায়ে সহায়তা করেন ওই গ্রামের মিখা মন্ডল। অথচ টাকা আদায়ের কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও টিসিবি কার্ড ভাগ্যে জোটেনি চাঁদা প্রদানকারি অসহায়দের কপালে। প্রতি জনের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। টাকা উত্তোলনের প্রয়োজনীয় প্রমানাদী সাংবাদিকদের কাছে থাকলেও তা আংশিক অস্বীকার করেন বিকাশ মন্ডল।

জানাগেছে, দেশের বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকার স্বল্প মুল্যে খাদ্য সহায়তা (ট্রেড কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) টিসিবি কার্যক্রম চালু করেন। উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলায়। এর ধারাবাহিকতায় গাংনী উপজেলয় প্রায় ৩৮ হাজার পরিবার টিসিবির সুফল পাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে।

উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ধারাবাহিক ভাবে টিসিবি পন্য বিতরণ করা হয় পৃথক পৃথক ভাবে॥ গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নে প্রায় ৪ হাজার পরিবার এর আওতাভুক্ত। অথচ সরকারের এই সফলতাকে পুঁজি করে অসহায় মানুদের কাছ থেকে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত গণহারে চাঁদা আদায় করেন আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ মন্ডল।

সরেজমিনে নিত্যানন্দনপুর গ্রাম ঘুরে জানা যায় বিকাশ মন্ডলের অনেক অবিযোগের কথা। ওই গ্রামের খুশি মন্ডল জানান, টিসিবির কার্ড করে দেয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মহন মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুকুমারি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, সমিতা রানীর কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মার্থা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, আরতির কাছ থেকে-৭৫০ টাকা, মেরি মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, ঝুনু মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, মুক্তা মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, শুরভির কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, বিজয় মন্ডলের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, চামেলি সরকারের কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, অঞ্জলির কাছ থেকে নেয়া হয় ৭৫০ টাকা, রতন সরকারের স্ত্রীর সাথে নেয়া হয় ৪ জনের জন্য ৩০০০ টাকা। শুধু নাম প্রকাশ কারিরাই নয়, এভাবে পুরো গ্রাম বাসীরে কাছ থেকেই ৭৫০ টাকা করে আদায় করেন বিকাশ মন্ডল। টাকা নেয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আজও তাদের ভাগ্যে জোটেনি টিসিবি’র কার্ড। এ নিয়ে গ্রাম বাসীদের মধ্যে দানা বেধেছে ক্ষোভ আর কষ্টের।

নাম প্রকাশ না করার শর্ত দিয়ে গ্রামের অনেকেই জানান, বিকাশ মন্ডল আওয়ামীলীগ নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে গ্রামে এভাবে টাকা তোলেন। তার প্রতিবাদ করার কেউ নেই। যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তাকে নানা ভাবে হয়রানী করেন বিকাশ মন্ডল ও তার বাহিনীর লোকজন। গ্রামবাসীরা আরও জানান, বিকাশ মন্ডল গ্রামর কয়েকজনকে নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেছে। তাদেরকে নিয়ে নানা অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে। কেউ তার ভয়ে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেনা। বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টি দেয়ার দাবী এলাকাবাসীর।
বিকাশ মন্ডল বলেন, আমি টাকা নিয়েছি ঠিকই, তবে ৭৫০ টাকা নয়, ২৫০ টাকা। এ টাকায় যাদের কার্ড রয়েছে তাদের কার্ড পুনরায় অনলাইন করতে হবে। সেই অনলাইন করতে যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকায় নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য গোলাম মস্তফা জানান, ওই গ্রামে টিসিব কার্ড বিষয়ে বিকাশ মন্ডলের দায়িত্ব দিয়েছেন চেয়ারম্যান। টাকা নেয়ার বিষয়টি আমি জানিনা। যদি গরিব মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে তা খুবই দুঃখ জনক ও অমানবিক।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান মো: আব্দুর রাজ্জাক জানান, টাকা নেয়ার বিষয়টি জানিনা। এমন অভিযোগ পেলে বিকাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, হত দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে এভাবে টাকা আদায়ের কোন নিয়ম নেই। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রাধাগোবিন্দপুর ধলাতে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর রাধাগোবিন্দপুর ধলাগ্রামে হেরিং বন্ড (এইবিবি) স্থানীয়দের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বন্ধ করে দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

গতকাল শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর যোগসাজগে ঠিকাদার ইসমাইল হোসেন রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের হাল মাঠের রাস্তায় হেরিং বন্ড করার সময় নিম্ন মানের ইট ও কাঁদাযুক্ত বালি দিয়ে রাস্তা করার অভিযোগে গ্রামের লোকজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ করে দেন তিনি। এদিকে নিম্নমানের মালামাল অপসারন করে বিধি মোতাবেক কাজ করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি।

এদিকে স্থানীয় সমাজ সেবক খোরশেদ আলম খুশি মিয়া রাস্তায় নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার বন্ধের দাবি করলে ঠিকাদারের ক্যাডার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে পলাশ তাকে লাঞ্চিত করে। এসময় গ্রামবাসির সাথে ঠিকাদারের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

জানা গেছে,দূর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহ টেকসই করণ প্রকল্পের আওতায় (২য় পর্যায় প্রকল্প এইবিবি) গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামে দুটি মাঠের রাস্তা রয়েছে।

আবারো কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, নিম্নমারে সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কাজ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

দূর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের গ্রামীন মাটির রাস্তা সমূহ টেকসই করণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, কোন ভাবেই নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করা যাবেনা। সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ করতে হবে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়ে বিল বন্ধ সহ এ বিষয়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের বদনাম হয় এমন কাজ কোন ভাবেই করতে দেয়া হবেনা।

আলমডাঙ্গার মোকামতলায় পুকুর খননের নামে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এতে পার্শবর্তী জমিতে ফসল চাষে অতিরিক্ত সেচপানি ও উর্বরতা কমে যাওয়ার আশংকা করছে কৃষকেরা।

এছাড়া ওই মাটি ট্রাক্টরে পরিবহণ করায় সড়কগুলো ধুলোই আচ্ছোন্ন হয়ে পড়েছে। দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা। ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে পরিবেশ। এতে উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামণা করেছে এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের হারকান্দি-মোকাতলা গ্রামের দু’বিল মাঠ এলাকা থেকে দারুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছে। তিনি ওই এলাকার মৃত আইনুদ্দিন মালিতার ছেলে। সে গত কয়েক মাস পূর্বে মাছ চাষের জন্য পুকুর লিজ নিয়েছেন। ওই পুকুর থেকে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন। প্রতিদিন ৭/৮ টি ট্রাক্টরে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫ টা

পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাটি পরিবহণ করছে। এতে সড়ক জুড়ে ধুলোমাটিতে আচ্ছোন্ন হয়ে পড়েছে। যখনতখন ঘটতে পারে বড় ধরণের দুর্ঘটনা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কৃষক জানান, পুকুরের চারিপাশে আবাদি ফসলের জমি রয়েছে। এ জমিতে ভুট্টা সহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। পুকুর খননের কারনে ফসলের জমিতে সেচের পানি থাকে না। এছাড়া দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রাক্টরে ধুলোবালিতে পরিবেশ নষ্ট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন।

গাংনীতে তামাক ক্ষেত কর্তণ, তিনজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে দুই কৃষকের প্রায় দুই বিঘা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তণ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে দুই কৃষকের প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দুই কৃষক।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় একই উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চোখতোলা মাঠে এই তামাক কর্তণের ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, ধর্মচাকি গ্রামের কৃষক ফজলুল হকের দেড় বিঘা ও রিপন আলীর ১৪ কাঠা জমির উঠতি তামাক ক্ষেত কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ফজলুল হক ও রিপন আলীর প্রায় ৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তারা।

এঘটনায় ধর্মচাকি গ্রামের তিন জনকে বিবাদী করে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ফজলুল হক। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামিরা হলেন, ওই গ্রামের মৃত হারুন অর রশিদের ছেলে আব্দুল কাদের, মৃত ফাকের আলীর ছেলে আব্দুল কুদ্দস ও মৃত ইয়াছিন আলীর

ছেলে মঙ্গল আলী।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, মানুষের সাথে মানুষের শত্রুতা থাকতে পারে। এজন্য ফসলের ক্ষেত বিনষ্ট করতে হবে। এটা খুবই দু:খজনক। মাঠে ঘটনাগুলো ঘটছে, যেখানে পুলিশের ডিউটি সম্ভব নয়। এছাড়া কৃষকরাও পাহারা দিতে পারেনা। ইতোপূর্বে ফসল কর্তণের ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। সে মামলা তদন্ত চলছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন।

ঝিনাইদহে জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নামপত্তনসহ বৈধ কাগজপত্র থাকার পরও ফুফুর জমি জবরদখল করে চাষাবাদ করার অভিযোগ উঠেছে স্কুল শিক্ষক জুয়েল রানার বিরুদ্ধে। ফুপাতো বোন উম্মে হাবিবা নামে এক নারী তার মামাতো ভাই স্কুল শিক্ষক জুয়েল রানা পেশী শক্তি খাটিয়ে এই জমি দখল করে চাষাবাদ করছেন বলে অভিযোগে উল্লখ করা হয়।

এ নিয়ে তারা চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে ন্যায় বিচারের জন্য অভিযোগ করেছে। জুয়েল রানা আলমডাঙ্গা উপজেলার মাজু গ্রামের গোলাম সোবহানের ছেলে ও স্থানীয় বকশিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত।

ঝিনাইদহ শহরের মডার্ণপাড়ার বসবাসরত শহিদুল ইসলামের স্ত্রী লাভলী ইয়াসমিন ও তার খালাতো বোন উম্মে হাবিবা ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেন, তাদের মা ও খালারা আলমডাঙ্গা উপজেলার মাধবপুর ও মাজু মৌজায় নানির ওয়ারেশ হিসেবে ৮ বিঘা জমি পাবেন। এই জমি দীর্ঘদিন ধরে তাদের মামাতো ভাই স্কুল শিক্ষক জুয়েল রানা জবর দখল করে খাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তারা ওই জমি নাম খারিজও করেছেন। এখন জমি দখল করতে গেলে জুয়েল রানা জমির উপর যেতে

ঝিনাইদহের কন্যাদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কন্যাদহ মনির উদ্দিন বিশ্বাস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ একাধিক পদে অর্ধকোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম ও বিদ্যালয়ের সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টার।

জানা গেছে, গত বছরের ১৫ই জুন বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়। এরমধ্যে ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক, ১ জন অফিস সহায়ক, ১ জন আয়া, ১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ১ জন নৈশপ্রহরী রয়েছে।

এ আবেদনে ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিপরীতে ৩০ প্রার্থী আবেদন করে পরীক্ষায় অংশ নেন ২১ প্রার্থী । মাধ্যমিক শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগসহ সব নিয়োগ-পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু এ নীতিমালা না মেনে ৩০শে নভেম্বর নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয় পার্শবর্তী মকিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। পরদিন ১ লা ডিসেম্বর বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলামের শ্যালক আমিরুল ইসলামকে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিদ্যালয়টি। একই সময় বিদ্যালটির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টার তহমিনা খাতুনকে আয়া পদে নিয়োগ দেন। জানা গেছে, তহমিনা খাতুন বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টারের আত্মীয়।

প্রাপ্ত নথি থেকে জানা যায়, চল্লিশোর্ধ্ব তাছলিমা খাতুনকেও ৩৫ বছর বয়স দেখিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দিয়েছেন বছির উদ্দিন। তার কাছ থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পদে সবমিলিয়ে নিয়েছেন ৪৫ লাখ টাকা। এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ও চাকুরী প্রত্যাশীরা।

এ ঘটনায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী তাছলিমা খাতুন বয়স সংশোধনের বিষয়টি

স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসেবে টাকা রেখেছে সভাপতি বছির উদ্দিনের ছেলে সঞ্জু অগ্রণী ব্যাংক কন্যাদহ শাখায়। ১৫ই জুন থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কয়েক লাখ টাকা রেখেছেন। যা বিগত কয়েক বছরের লেনদেনের চেয়ে অস্বাভাবিক।

স্থানীয় বাসিন্দা ও কয়েকজন প্রার্থী জানান, বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টারের ছেলে সঞ্জুই সব প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এমনকি নিয়োগ বাণিজ্যের মোটা অঙ্কের টাকাও তার হিসাবে রাখা হয়েছে। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেছেন বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টার ও প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম।

অভিযোগের ব্যাপারে বিদ্যালয়টির সভাপতি বছির উদ্দিন মাস্টারের সাথে কথা বলতে তার বাড়িতে গেলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, ম্যানেজিং কমিটির কাজে আমার হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ হয়েছে। আর আমি এসব ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না।

এবিষয়ে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহম্মদ আব্দুল মালেক বলেন, প্রথমিক তদন্তকরে অনিয়মের বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আদালতে মামলা থাকায় আমার কিছুই বলার নেই।

কুষ্টিয়ায় প্রাইভেট ক্লিনিকে থেকে নবজাতক শিশু চুরির অভিযোগ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে তিন দিন বয়সের নবজাতক শিশু চুরির অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার দুপুরের দিকে দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গা এলাকায় আনোয়ারা বিশ্বাস মা ও শিশু প্রাইভেট হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।